পাখির ব্যবসা

১০ জোড়াতে লাভ
প্রথম বছরে ৩১ হাজার
পরবর্তী বছরে ৬৬ হাজার

লিখেছেন **আসাদুর রহমান**

২০০০ সালে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোতে ডেকে পাঠানো হলো আজিজুল হক ফরদাহকে। তিনি বাংলাদেশ কেইজ বার্ড ব্রিডার এসোসিয়েশনের সহসভাপতি। আজিজুল হককে জানানো হলো, ৫০০ জোড়া বিভিন্ন জাতের লাভবার্ড রপ্তানির জন্য জার্মানি থেকে একটি অর্ডার এসেছে। দামও স্থানীয় বাজারের তুলনায় দ্বিগুণ। আজিজুল হক চিন্তায় পড়লেন। কি করা যায়? সমিতির অন্যদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করলেন। কয়েকদিনের চেষ্টার পরও তিনি এতো পাখি পাবার আশ্বাস কারো কাছ থেকেই পেলেন না। বাংলাদেশ থেকে জার্মানিতে পাখি রপ্তানির সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে গেলো।

শুধু জার্মানি নয়, হল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য থেকে এ ধরনের অর্ডার সমিতির সদস্যরা প্রায়ই পেয়ে থাকেন। কিন্তু পর্যাপ্ত পাখি না থাকার কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্ডারগুলো হাতছাড়া হয়ে যায় যাচ্ছে।

আমরা অনেকেই ঘরে খাঁচায় দু'-একটি পাখি পালন করি। শখের বসেই করে থাকি। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যে পাখি পালন সম্ভব, এ ধারণার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। প্রায় নিভৃতেই এ দেশের কিছু পাখিপ্রেমিক তাদের থাকার ঘরে বড় পরিসরে পাখি পালন শুরু করেছেন। একসঙ্গে ১০-২০ জোড়া পাখি। শখ থেকেই প্রথম শুরু করেছিলেন তারা। পরবর্তীতে বাজারে এই পাখির ব্যাপক চাহিদা দেখে এদের অনেকেই বাণিজ্যিকভাবে এ কাজে হাত দিয়েছেন। বিনিয়োগ করছেন লাখ টাকা।

সরজমিনে পাখির বাড়ি

৪ জুলাই হাজারীবাগ শিকদার মেডিকেল কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রলারগুলোতে চড়ে বসলাম। গন্তব্য পাখির বাড়ি। ট্রলারে প্রায় ১৫ মিনিটের পথ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম চরওয়াসপুর। ট্রলার থেকে নেমে ৫ মিনিটের হাঁটা পথ। পৌঁছে গেলাম দীন ইসলামের বাড়ি। ফার্মের মুরগি পালনে যেভাবে শেড করা হয়, সেভাবে শেড করে পাখি পালন করছেন দীন ইসলাম। বিশাল জায়গা নিয়ে তিনি শেড করেছেন। লাভবার্ড, ককাটেল, বাজরিগর, ঘুঘু, ফিঞ্চসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি রয়েছে তার এই শেডে। অসংখ্য রঙের পাখি রয়েছে তার শেডে। শুধু এক রঙের নয়, বিভিন্ন রঙের মিশ্রণেরও পাখি পালন করছেন তিনি। এই পাখির ঘর করতে তার খরচ হয়েছে ২ লাখ টাকা, পাখি রয়েছে ৫০০ জোড়ার বেশি। দীন ইসলাম বলেন, 'মাঝে মাঝে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের ক্রেতারা এসে তার কাছ থেকে পাখি নিয়ে যায়। চাইলেই পাখি বিক্রি করতে পারেন তিনি।'

এই পাখির শেড স্থানীয়দের বেড়ানোর স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছেলেমেয়ে এমনকি বৃদ্ধ লোকটিও সুযোগ পেলে দীন ইসলামের পাখি দেখে যায়।

দীন ইসলাম বড় পুঁজি নিয়ে পাখি পালন কাজে নেমেছেন। বাড়ির পাশের

‘ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমাদের কাছে পাখির প্রচুর ডিমান্ড আসে। ওরা আমাদের কাছে যে পাখি চায়, আমাদের সব ব্রিডারদের সব পাখি এক করলেও তা পূরণ করতে পারি না’

সামসুল আলম খান

সভাপতি, বাংলাদেশ কেইজ বার্ড ব্রীডার্স এ্যামোমিয়েশন

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনারা খাঁচায় পাখি পুষছেন। কোন ধরনের পাখি সেগুলো?

সামসুল আলম খান : এই পাখিগুলোর পূর্বপুরুষ বনে ছিল। কিন্তু বহুদিন থেকে এদের আগের প্রজন্মগুলো খাঁচায় পোষা হচ্ছে। তারা সেখানেই ডিম পাড়ছে। বাচ্চা ফোটাচ্ছে। এদের পূর্বপুরুষ বনে থাকলেও এখন এরা পুরোপুরি মানুষের ওপর নির্ভরশীল। এই পাখিগুলো বিশ্ব বন্য প্রাণী ফাউন্ডেশনের আইন অনুযায়ী স্বীকৃত।

২০০০ : এগুলোকে কি বনে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব?

স. আ. খান : না, কারণ বনের একটি পাখি জানে কোথায় বাসা করতে হয়। অন্যান্য যেসব পাখি অন্য পাখিদের ধরে খায় সেগুলো থেকে কিভাবে বাঁচতে হবে। এগুলো সে তার বাবা-মার কাছ থেকে শেখে, কিন্তু খাঁচার ভেতর তার সেসব শেখার সুযোগ নেই। তাই সে বনে বাঁচতে পারবে না।

২০০০ : কিন্তু খাঁচাতে তার আয়ুষ্কাল তো কম হবে...

স. আ. খান : বনে যে পাখিটা ১০ বছর বাঁচে খাঁচাতে সেটি বাঁচে ১৫ বছর। কারণ খাঁচাতে সে অন্য প্রাণী, দুর্যোগপূর্ণ প্রকৃতি থেকে নিরাপদ। তাছাড়া খাঁচায় সে পর্যাপ্ত পুষ্টিমান সম্পন্ন খাবার খায়।

২০০০ : যেসব পাখি এদেশে খাঁচায় পালা হচ্ছে সেগুলো কোন দেশের?

স. আ. খান : এগুলোর কোনোটিই আমাদের দেশের নয়। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে এগুলো এসেছে। তবে এদেশ থেকে কিছু ‘গলায় দাগওয়ালা’ টিয়া ইউরোপে নেয়া হয়েছিল।

অতিরিক্ত জায়গাগুলোতে তিনি শেড করে এ কাজ করছেন। কিন্তু মূল ঢাকার আবাসিক এলাকায় ছোট পরিসরেও অনেকে পাখি পালন করছেন। প্রতি মাসে আয় করছে মোটা অঙ্কের টাকা। যেমন আজিজুল হক ফরহাদ। নারিন্দার বাসিন্দা তিনি। এ কাজে তিনি বারান্দা এবং ছোট একটি ঘর ব্যবহার করেছেন। তিনি যে জায়গা ব্যবহার করছেন তার একটি হলো ৭ ফুট × ১৫ ফুট অন্যটি ১২ ফুট ×১০ ফুট। এই জায়গায় তার ৪০ জোড়া পাখি রয়েছে। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, ‘পাখির ডিম পাড়া ও বাচ্চা ফোটানোর মৌসুম অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ডিম পাড়া শুরু করলেও ৫টি ডিম পাড়তে সময় লাগে ১০ দিন। ডিম ফুটতে সময় লাগে ২০ দিন। আর বাচ্চাগুলো বড় হতে লাগে আরো ৩০ দিন। মৃত্যুর হার কম হওয়ায় গড়ে প্রতিটি থেকে ৪টি বাচ্চা পাওয়া যায়। বাচ্চার বয়স ৩০ দিন হবার পর ১৫ দিন বিশ্রাম নিয়ে পাখি আবার ডিম দেয়। এভাবে বছরে এক জোড়া পাখি থেকে তিনবার বাচ্চা পাওয়া যায়। ৩ মাস বয়স হলে বাচ্চাগুলো বাজারে বিক্রি করা যায়।’

স্বল্প পুঁজি নিয়ে কেউ যদি বাণিজ্যিভাবে এ কাজ করতে চায় তবে সে কিভাবে শুরু করবে? সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রশ্নের জবাবে ফরহাদ বললেন, ‘অবশ্যই তাকে বাজরিগর দিয়ে শুরু করা উচিত। এগুলো শক্ত পাখি, বাঁচে বেশি দিন। দাম কম কিন্তু বাজারে চাহিদা আছে। তাছাড়া এই পাখি কোলনী ব্রিডিং করা সম্ভব। তিনি ২০০০কে বলেন, ‘বাজরিগরের কোলনী ব্রিডিং করতে ১৫ ফুট × ১০ ফুটের একটি ঘর লাগবে। ঘরটিকে নেটের সাহায্যে ৩ ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রতিটি ঘরে ১০ জোড়া করে ৩০ জোড়া বাজরিগর রাখা যাবে। ৩ মাস বয়সী ৩০ জোড়া বাজরিগরের দাম ৬ হাজার টাকা। নেট ও অনুষঙ্গিক খরচ ৫ হাজার টাকা। এই পাখিগুলো ৪ মাস বয়সে ডিম পাড়ে। এ সময় এই ৩০ জোড়ায় খাবার ও ওষুধ খরচ হবে ১৫০০ টাকা। ৩০ জোড়া ডিম দেয়ার ৩ মাস পর ৬০ জোড়া বিক্রিযোগ্য পাখি পাওয়া যাবে। যার বাজার দর ১২ হাজার টাকা। অন্যদিকে ডিম ফোটার দেড় মাস পর আবারও ডিম দেয় পাখিগুলো। অর্থাৎ এক জোড়া বাজরিগর থেকে বছরে ১২ জোড়া বাজরিগর পাওয়া যায়। যদি প্রতি জোড়ার দাম ১৫০ টাকাও ধরা হয় তবে ১২ জোড়ার বিক্রয় মূল্য ১২ × ১৫০= ১৮০০ টাকা।’ তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে আরো বলেন, ‘এদের খাবার খরচ খুব কম। ৩০ জোড়া পাখির মাসে সর্বোচ্চ ১৫০ টাকার খাবার লাগে।’

৫ জোড়া সাদা ককাটেল প্রজন্মের হিসাব

- ৫ জোড়া পাখির ক্রয় মূল্য ১২০০ হিসেবে ৬০০০ টাকা
- খাঁচা নির্মাণ খরচ (৫ জোড়ার জন্য ৫টি) ২৫০০ টাকা
- পাখি ক্রয়ের পরবর্তী ১ বছরের খাওয়া খরচ ২৫০০ টাকা
- ওষুধ ও চিকিৎসা খরচসহ অন্যান্য খরচ ১০০০ টাকা

মোট খরচ = ১২,০০০ টাকা

১ বছরে প্রতি জোড়ায় ৩ বারে বাচ্চা পাওয়া যাবে ৬ জোড়া। অর্থাৎ জোড়ায় বাচ্চা পাওয়া যাবে ৫×৬=৩০ জোড়া। ৩০ জোড়া বাচ্চা বিক্রয় মূল্য ৩০×১০০০ = ৩০,০০০ টাকা। অর্থাৎ প্রথম বছরেই সমস্ত মূলধন ফেরত এবং দেড় গুণ লাভ।

তথ্য: আজিজুল হক ফরহাদ

সেগুলোর নতুন মিউটিশন বা জাত হয়েছে। এগুলো সাদা, হলুদ, নীল রঙের। সেসব রঙের টিয়া আবার আমরা আমদানি করছি।

২০০০ : বাংলাদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে এই পাখিগুলো কতোটা উপযুক্ত?

খান : আফ্রিকান লাভবার্ড, ককাটেল, বাজরিগর, বিভিন্ন ধরনের ফিঞ্চ আমাদের আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই। এগুলো আমাদের আবহাওয়ায় সহজেই ব্রিডিং হচ্ছে। ককাটেলকে আমরা সফলভাবে ব্রিডিং করতে পারছি। লাভবার্ডের ব্রিডিং পদ্ধতি আমরা সবটাই আয়ত্ত করে ফেলেছি। তবে কিছু পাখি ব্রিডিংয়ে আমরা এখনও সফল হইনি। যেমন: আমেরিকার গায়ক পাখি ক্যানারি।

২০০০ : এদেশে উৎপন্ন পাখিগুলোর কি বিশ্ব বাজারে চাহিদা রয়েছে?

খান : আমাদের পাখি রপ্তানি মানসম্পন্ন। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমাদের কাছে পাখির প্রচুর ডিমান্ড আসে। ওরা আমাদের কাছে যে পাখি চায়, আমাদের সব ব্রিডারদের সব পাখি এক করলেও তা পূরণ করতে পারি না। অস্ট্রেলিয়া থেকেও অর্ডার আসে। তারা যে পরিমাণ পাখি চায়, আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না।

২০০০ : আমাদের স্থানীয় বাজারের চাহিদা কেমন?

খান : এ দেশের স্থানীয় বাজারেও খাঁচার পাখির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। আমরা এখনও স্থানীয় বাজারের সব চাহিদা পূরণ করতে পারি না।

২০০০ : নতুন কোনো উদ্যোক্তা এগিয়ে এলে সে তার উৎপাদিত পণ্য কোথায় বিক্রি করবে?

খান : ঢাকার কাঁটাবনে সে যখন তখন পাখি বিক্রি করতে পারবে। তাছাড়া আমাদের সমিতির দোকান রয়েছে। সেখানেও বিক্রি হতে পারে। বর্তমানে যে চাহিদা রয়েছে তাতে আমাদের কোনো ব্রিডারকে পাখি নিয়ে কাঁটাবন যেতে হয় না। এসব দোকানের লোকজন নিয়মিত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। ওরা এসে পাখি বাসা থেকে নিয়ে যায়।

২০০০ : ঢাকার বাইরে এ পাখিগুলোর কেমন চাহিদা রয়েছে?

খান : দেশের বিভিন্ন জেলায় পাখির চাহিদা রয়েছে। চট্টগ্রামের কিছু ব্যবসায়ী নিয়মিত আমাদের কাছ থেকে পাখি নিচ্ছে। আমরা যদি বিভিন্ন জেলায় প্রদর্শনী করতে পারি তবে দেশের প্রতিটি জেলায় পাখির চাহিদা তৈরি হবে।

২০০০ : নতুন ব্রিডারদের আপনারা কি ধরনের সহায়তা দেন?

খান : ১২০ টাকা দিয়ে নতুন উদ্যোক্তা আমাদের সমিতির সদস্য হতে পারেন। আমরা প্রতি মাসে মিটিং করি। সেখানে একজন অন্যজনের কাছে নিজের সমস্যার কথা বলি। নতুনরা কিভাবে পাখি পালবে তাদের পরামর্শ দেই। কারো পাখি অসুস্থ হয়ে গেলে আমরা অনেক সময় তাদের বাসায় গিয়ে পরামর্শ দিয়ে আসি।

১০ জোড়া লাভবার্ড এক বছরের আয়-ব্যয় হিসাব

পাখির নাম : লুটিনো লাভবার্ড

ব্যয়

মূলধন:

পাখির দাম : ১০ জোড়া মাঝামাঝি বয়সের পাখি = ১০×২০০০	= ২০,০০০ টাকা এককালীন
খাচা : ১০ জোড়া পাখির খাঁচা (১০×৫০০) =	৫,০০০ টাকা এককালীন
চলতি ব্যায় :	
খাদ্য এবং ওষুধ বাবদ প্রতি মাসে (৫০০×১২)	= ৬,০০০ টাকা এককালীন
দু'জন কেয়ার টেকারের বেতন বাবদ (১৫০০ × ২) × ১২	= ৩৬,০০০ টাকা
৪. অন্যান্য খরচ (১০০০ ×১২)	= ১২,০০০ টাকা
	= ৮৯,০০০ টাকা

আয়

■ বছরের ৩ বার বাচ্চা নিলে প্রতিবার প্রতিজোড়া থেকে গড়ে ৪টা বাচ্চা পেলে বছরে এক জোড়া থেকে বাচ্চার সংখ্যা হবে ১২টা। সুতরাং ১০ জোড়া থেকে মোট বাৎসরিক বাচ্চার সংখ্যা হবে (১০×১২) = ১২০টি। প্রতিটি মাঝামাঝি বয়সের বাচ্চার বাজার মূল্য ১০০০ টাকা হলে ১২০টি বাচ্চার দাম হবে (১২০×১,০০০) = ১,২০,০০০ টাকা
নিট বাৎসরিক আয় হবে = (১,২০,০০০ - ৮৯,০০০) = ৩১,০০০ টাকা
পরবর্তী বছরে এককালীন খরচটা (২০,০০০ + ৫,০০০) বাদ দিয়ে নিট আয় হবে {১,২০,০০০ - শুধু খাবার অন্যান্য খরচ (৬,০০০ +৩৬,০০০+১২,০০০) = ৫৪,০০০ টাকা} = ৬৬,০০০ টাকা।
একজোড়া লাভবার্ড প্রায় ১০-১২ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

তথ্য: রবিউল হাসান (সুমন)

বাড়িতে পাখি পালন

বাংলাদেশ কেইজ বার্ড ব্রিডার এসোসিয়েশনের বর্তমান সদস্য প্রায় ১২০ জন। এই সদস্যরা ছাড়াও ঢাকায় আজ বিভিন্ন বাড়িতে শখ এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকেই পাখি পালন করছেন। বাচ্চা উৎপাদন করছেন। করছেন বাড়তি আয়। অনেক বেকার যুবক আয়ের পথ হিসেবে পাখি পালনকে বেছে নিয়েছেন। সফলভাবেই তারা এটা করছেন।

পাখি পালনের জন্য অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন হয় না। ঘরের বারান্দাগুলোকে অনেকেই এ কাজে ব্যবহার করছেন। কেউ কেউ বাড়ির ছাদ ব্যবহার করছেন। ভাড়া বাড়িতে অনেকেই অতিরিক্ত একটি রুম ভাড়া নিয়ে এই কাজ করছেন। আয় করছেন রুম ভাড়ার প্রায় দ্বিগুণ টাকা।

পাখি পালনের জন্য বিশেষ কোনো যত্নের প্রয়োজন হয় না। সকাল এবং বিকেলে দু-বেলা খাবার দেয়াই যথেষ্ট। ফলে দিনের অতিরিক্ত কোনো সময় ওদের জন্য ব্যয় করতে হয় না।

বর্তমানে ঢাকার বাজারে বিভিন্ন ধরনের পাখি পাওয়া যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির লাভবার্ড, ককাটেল, বিভিন্ন প্রজাতির ঘুঘু এবং ফিঞ্চ। এগুলোর আবার রয়েছে হরেক রকমের রঙ।

সারা বছর ধরে এই পাখিগুলো ডিম পাড়ে। তবে গ্রীষ্মকালে এগুলোর বাচ্চা বাঁচানো কঠিন বলে অক্টোবর থেকে মার্চ মাস বাচ্চা ফোটানোর উপযুক্ত সময়। ডিম পাড়ার সময় পাখির খাঁচায় বাক্স দিতে হয়।

পাখি পালনের সবচেয়ে লাভজনক দিকটি হলো, প্রথম পর্যায়ে খাঁচা ও পাখি কিনতে বেশ কিছু টাকা খরচ হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ঐ পাখিগুলোর বাচ্চা অন্যদের সঙ্গে বদলে বিভিন্ন ধরনের পাখির সংগ্রহশালা গড়ে তোলা যায়।

এ দেশে যে সব খাঁচায় পোষা পাখি রয়েছে, এরা খুবই কষ্টসহিষ্ণু। এগুলোকে খুব একটা রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায় না। মাঝে মাঝে পরিমাণ মতো এন্টিবায়োটিক ও ভিটামিন প্রয়োগ করলে এগুলোর স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো ধরনের দুশ্চিন্তা থাকে না।

তবে পাখি সংগ্রহ করার সময় কিছুটা সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কাঁটাবনে বিক্রি করা পাখিগুলোর অধিকাংশই ভারত থেকে চোরাই পথে আসা। এসব পাখি অনেক সময় দুর্বল এবং অসুস্থ থাকে। অন্যদিকে এসোসিয়েশনের সদস্যদের কাছ থেকে পাখি সংগ্রহ করলে ভালো মানের পাখি পাওয়া যায়।

বিশ্ব বাজার ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বর্তমান বিশ্বে খাঁচায় পোষা পাখির চাহিদা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাখি ব্রিডিংয়ে হল্যান্ড সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী। তারা বিভিন্ন পাখির ক্রস ব্রিডিং করে নতুন নতুন ধরন, রঙের পাখির আবির্ভাব ঘটাচ্ছেন। দীর্ঘদিন ধরে পাখি পালন করছেন শেখ ইসরাক ওসমান (সুফেন)। এ দেশে যেসব পাখির বাচ্চা হয়নি সেগুলোর বাচ্চা হওয়া নিয়ে তিনি কাজ করেন। সুফেন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'হল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে প্রচুর পাখি পালন করে। কিন্তু সেসব দেশের আবহাওয়া অতিরিক্ত ঠান্ডা হওয়ায় সেখানে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা তৈরি করে পাখি পালতে হয়। তাই সেখানে খরচও হয় বেশি। তবে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াও এ খাতে খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে।' থাইল্যান্ডের পাখি রপ্তানি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমার জানা মতে থাইল্যান্ডের ৩টি লাভবার্ড এভিয়ারি থেকে প্রতি বছর কয়েক মিলিয়ন ডলারের পাখি রপ্তানি হয়। এসব পাখির মূল বাজার মধ্যপ্রাচ্য ও আমেরিকা।' তিনি বলেন, আমাদের দেশ থেকে কয়েক বছর আগে হল্যান্ড গলায় লাল দাগ ওয়ালা সবুজ টিয়া নিয়ে গিয়েছিল। এখন তারা সেই টিয়া মিউটিশন করে কয়েক রঙের টিয়া আবিষ্কার করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেই টিয়ার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে পাখির বাজার সম্পর্কে সুফেন বলেন, 'সেখানকার বাজার আমাদের জন্য খুবই আকর্ষণীয়। ওরা পাখি পালে কিন্তু ব্রিডিং করে না। পাখি মরে গেলে আবার পাখি কেনে। তাই মধ্যপ্রাচ্যে সব সময় পাখির চাহিদা থাকে।'

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার** ও **খালেদ সরকার**

বিভিন্ন পাখির বাজারদর ও খাবার

১. ককাটেল সাদা - ১০০০ টাকা
গ্রে - ৮০০ টাকা
পার্ল - ৮০০ - ১০০০ টাকা
খাবার : ধান, চীনা, সূর্যমুখী ও কুসুম ফুলের বীচি, গম

২. ডায়মন্ড ডোভ ৫০০ - ৬০০ টাকা
খাবার : ছোট ধান, চীনা, কাওন, তিল

৩. লাভবার্ড ১০০০ - ২০০০ টাকা
খাবার : ধান, চীনা, সূর্যমুখী ও কুসুম ফুলের বীচি, গম

৪. গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ ২০০০ টাকা
খাবার : ছোট ধান, চীনা, কাউন, তিল

৫. জাভা সাদা - ১০০০ টাকা
গ্রে - ৮০০ টাকা
খাবার : ছোট ধান, চীনা, কাউন, তিল

৬. বাজরিগর ১৫০ - ২০০ টাকা
খাবার : কাউন, চীনা, মিলোট, ক্যানারিসিড, ধান ও গম

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¡‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে। প্রতি কেজি ১৭০ টাকা।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪